তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত

[আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলিতে তাওহীদ]

সংকলন

আব্দুল্লাহ আল মাহের

সম্পাদনা

শাইখ আবু আহমাদ সাইফুদ্দিন বেলাল মাদানী

মাকারেম আল-আখলাক ফাউন্ডেশন, উত্তরা, ঢাকা

দারুলকারার

মাদরাসা মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সম্পাদকের বাণী

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ أَجْمَعِيْن، أَمَّا بَعْدُ.

দ্বীন ইসলামে একজন মুমিনের প্রধান ও প্রথম কর্তব্য হচ্ছে তার আক্বীদা-বিশ্বাস বিশুদ্ধ করা।

স্নেহের আব্দুল্লাহ আল মাহের তার "তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত" নামক সংকলিত পুস্তিকাটিতে আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলিতে তাওহীদ সম্পর্কিত বিষয়টি সংক্ষেপে তুলে ধরেছে।

পুস্তিকাটি আমি সম্পূর্ণ পাঠ করছি এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করেছি। ওয়ালিল্লাহিল হামদু।

পুস্তিকাটি আমাদেরকে আল্লাহর নাম ও গুণাবলি সম্পর্কিত আক্বীদা-বিশ্বাসকে পরিশুদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে ইনশাআল্লাহ।

বইটির বহুল প্রচার এবং সংকলক, প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য আন্তরিক কল্যাণ কামনা করছি।

19/06/2021

আবু আহমাদ সাইফুদ্দিন বেলাল মাদানী

সংকলকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

আক্বীদা ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মুমিন জীবনের মূল চাবিকাঠি ও মুসলিম উম্মাহর সুদৃঢ় ভিত্তি। আকীদা বিশুদ্ধতার উপর ঈমানের স্থিতিশীলতা নির্ভরশীল এবং আক্বীদার ভ্রষ্টতার কারণেই ইহ-পরকালীন জীবনে বিপর্যয় অবধারিত। কিন্তু মুসলিমরা আক্বীদার ব্যাপারে খুবই উদাসীন। তারা আল্লাহর ইবাদত করে অথচ আল্লাহ সম্পর্কে ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণ করে নিজেদের ঈমান ও আমল ধ্বংস করে দিচ্ছে। তাই মানুষকে সঠিক আক্বীদা পোষণ করার আহ্বান করা অতীব জরুরী।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সম্পর্কে সঠিক আক্বীদার প্রতি আহ্বান করার লক্ষ্যে ছোট একটি পুস্তিকা সংকলনে উদ্বুদ্ধ হই। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে বইটি এখন পাঠকের হাতে, ফালিল্লাহিল হামদ। এই পুস্তকটি যেন আমার ও সংশ্লিষ্ট সকলের জান্নাতুল ফেরদৌস লাভের অসীলা হয়, আমীন!

আব্দুল্লাহ আল মাহের
maherabdullahal@gmail.com

সূচিপত্র

তাওহীদ কী? ৬
তাওহীদের প্রকারভেদ ৬
তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত ৭
আল্লাহ আরশের উপর সমুন্নত ৯
আল্লাহর আরশে অবস্থান সম্পর্কে ইমামগণ ১৭
আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান নন ২০
আল্লাহ তা'আলার চোখ ২৩
আল্লাহ তা'আলার হাত ২৫
আল্লাহ তা'আলার পা ৩২
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদা ৩৭
সম্মানিত ইমামগণের মতামত ৪০

তাওহীদ কী?

তাওহীদ অর্থ : কোনো কিছুকে একক ও অদ্বিতীয় করা, যা একাধিক হবে না।

তাওহীদ হলো : আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর কাজে, নামে গুণাবলিতে ও বৈশিষ্ট্যে একক জানা, বিশ্বাস করা, মানা এবং বান্দার করণীয় ও বর্জনীয় সকল ইবাদত একমাত্র তাঁরই জন্য করা।

তাওহীদের প্রকারভেদ

তাওহীদ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত–

(ক) তাওহীদুর রুবূবিয়াহ

(খ) তাওহীদুল উলূহিয়াহ এবং

(গ) তাওহীদুল আসমা ওয়া সিফাত।

সূরা ফাতেহার শুরুতেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ প্রকার তাওহীদের বর্ণনা দিয়েছেন।[১]

কেউ উক্ত তিন প্রকার তাওহীদকে খালেস অন্তরে গ্রহণ না করলে আল্লাহকে একমাত্র মা'বূদ হিসাবে স্বীকার করতে পারে না। আর ঐ ব্যক্তি কখনোই আল্লাহর হেদায়াতও লাভ করতে পারে না।[২]

তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত

তিন ধরনের তাওহীদ এর মধ্যে "তাওহীদুল আসমা ওয়া সিফাত" নিয়ে আমাদের সমাজে নানা ভ্রান্ত আকীদা

১. সূরা ফাতেহা ১:১-৫
২. সূরা বাক্বারাহ ২:২৫৬

রয়েছে। তাই এ সম্পর্কে আমাদের সঠিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

তাওহীদুল আসমা ওয়া সিফাত এর অর্থ–আল্লাহর নাম ও তাঁর গুণাবলীসমূহ এককভাবে তাঁর জন্যই সাব্যস্ত করা, অন্য কারো সাথে তুলনা না করা।

আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী আছে। তিনি নিরাকার নন। তিনি শুনেন, দেখেন এবং কথা বলেন। তাঁর হাত, পা, চেহারা ও চোখ ইত্যাদি সিফাত বা গুণাবলি আছে।[৩] তবে তাঁর সাথে সৃষ্টির কোন কিছুই তুলনীয় নয়। বরং তিনি তাঁর মতো। আল্লাহ বলেন,

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

"কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা"।[৪]

৩. সূরা নিসা ৪:১৬৪, সূরা মায়েদাহ ৫:৬৪, সূরা ক্বালাম ৬৮:৪২, সূরা ত্ব-হা. ২০:৩৯

৪. সূরা শূরা ৪২:১১

সুতরাং তাঁর সিফাতের সাথে কোন কিছুর তুলনা করা যাবে না। যেমন আল্লাহ নিজেই বলেছেন,

﴿فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْأَمْثَالَ﴾

"সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোন সাদৃশ্য বর্ণনা করো না"।[৫]

আল্লাহ আরশের উপর সমুন্নত তিনি সর্বত্র বিরাজমান নন

আল্লাহ তাঁর পরিচয় দিয়ে বলেন,

﴿الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى﴾

'দয়াময় (আল্লাহ) আরশে সমুন্নত'।[৬]

এ মর্মে কুরআন ও ছহীহ হাদীছে অনেক দলীল রয়েছে।

৫. সূরা নাহল ১৬:৭৪
৬. সূরা ত্বহা ২০:৫

রাসূল ﷺ-কে আল্লাহ তা'আলা মি'রাজে নিয়ে গিয়েছিলেন সপ্তম আসমানের উপরে এবং বার বার মূসা ﷺ-এর নিকট থেকে আল্লাহর কাছে যাওয়ার বিষয়টিও প্রমাণ করে আল্লাহ আসমানের উপরে আরশে সমুন্নত।[৭]

আল্লাহ আমাদের সাথেই আছেন–এর অর্থ হল, তাঁর শ্রবণ, দৃষ্টি, ইলম ও ক্ষমতা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত।[৮] রাসূল ﷺ, ছাহাবায়ে কেরাম ﷺ, তাবেঈনে ঈযামসহ সালাফী বিদ্বানগণ ﷺ যুগে যুগে এমনটিই বুঝেছেন।

আল্লাহর নাম ও গুণাবলী যেভাবে বর্ণিত হয়েছে ঐভাবে বিশ্বাস করতে হবে। কোন রূপক বা বিকৃত অর্থ গ্রহণ এবং কল্পিত ব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়া যাবে না।[৯]

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে اسْتَوَى শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে স্থান বিশেষে বিভিন্ন প্রকার অর্থে। সংক্ষিপ্তভাবে বলা যায়, তা তিনভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

৭. সহীহুল বুখারী ৩৮৮৭
৮. তাফসীর ইবনে কাসীর, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৫৬০
৯. ফাতাওয়া উসায়মীন ১/৮৩ পৃ.